দর্শনায় ভারতীয় মদসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের ইয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে ৯ বোতল ভারতীয় মদসহ চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রউফ বাবুকে প্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সআব্দুর রউফ বাবু একজন দর্শনা রেল বাজারের ষ্টেশনারী ব্যাবসায়ী ও দর্শনা ইসলাম বাজার এলাকার মৃত রুস্তম আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানার উপ পরিদর্শক (এস আই) মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রেল স্টেশন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এসময় আব্দুর রউফ বাবুকে তল্লাশি করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ছয় বোতল ভারতীয় রয়েল স্ট্যাগ সুপিরিয়র হুইস্কি, দুই বোতল ম্যাক-ডোলস লাক্সারী ব্লেন্ডার হুইস্কি ও এক বোতল ইম্পেরিয়াল ব্লু সুপিরিয়র হুইস্কি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, উদ্ধারকৃত বিদেশী মদ গুলোর অনুমানিক বাজার মূল্য ৫৫ হাজার টাকা। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

দর্শনায় পাঁচ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ গত দুইদিনে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডপাড়া মিজান টি স্টলের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাঁদপুর গোরস্থান পাড়ার খায়রুল ইসলামের ছেলে রাশেদুলকে (৩৫) গ্রেফতার করে।

পরে তার কাছ থেকে একটি ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লাসহ প্লাষ্টিকের কসটেপ মোড়ানো ১ কেজি গাজা উদ্ধার করে।

অপরদিকে সোমবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড থেকে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক সম্রাট মাগরিব আলীকে (৪৫) গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত মাগরিব আলী দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের মৃত্য আজাদ আলীর ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালতে সোপর্দ করে জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় যৌথ অভিযানে মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র ও জালনোটসহ গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র, জাল নোট ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে, আরেকজন পলাতক রয়েছে।

জানা যায়, গত সোমবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে “অপারেশন ৩৬ এডি” শীর্ষক অভিযানে সেনাবাহিনীর ৫৫ এফ আই ইউনিটের এফএস এর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন, বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন, ৩৬ এডি রেজিমেন্ট।

অভিযানে আলমডাঙ্গা মিয়াপাড়ার মো. ইসরাফিল আলম সনির (৩৩) বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৫০ গ্রাম গাঁজা, ১৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, এক বোতল বিদেশি মদ, চারটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, একটি ৫০০ টাকার জাল নোট, নগদ দুই লাখ ৪৭ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় বাড়ির মালিক ইসরাফিল আলম সানিকে আটক করা হয়। তাঁর সহযোগী পিয়াল মাহমুদ সাদ্দাম (পিতা মৃত মজিদ মিয়া, একই এলাকার বাসিন্দা) পলাতক রয়েছেন। অভিযানে উদ্ধার করা মালামাল ও আসামিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন

সেনাবাহিনীর ল্যান্স কর্পোরাল আল ইমরান (৩৬ এডি রেজিমেন্ট)।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, “উদ্ধারকৃত মাদক ও অস্ত্রের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযানে সেনাবাহিনীর সহায়তায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পেরেছি।” পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ইসরাফিল ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও অবৈধ অর্থ লেনদেনে জড়িত ছিল।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র অভিযানে মাদক ও চোরাচালান পণ্যসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ৭৪ লক্ষ টাকার মাদক ও চোরাচালানপণ্যসহ দু’জনকে আটক করেছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান অভিযানে তারা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানপণ্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। এ অভিযানে মহিলাসহ দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি স্বর্ণের বার (ওজন: ৩৫০.১২ গ্রাম), ভারতীয় মদ ১৮২ বোতল, হেরোইন (৩৯ গ্রাম), গাঁজা (১.০৪ কেজি), ২২৮ পিস টেপেনটাডল ট্যাবলেট, ২ বোতল বিয়ার, ১৩৫ বোতল ফেন্সিডিল, ২০০ পিস ইয়াবা, ২০৮ প্যাকেট পাতার বিড়ি, ১২ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১৩৪১ পিস কসমেটিক্স, ১টি ভারতীয় মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার ক্রীম ৩৪৬ পিস, পেঁয়াজের বীজ (১৪ কেজি), ভারতীয় পেঁয়াজ (৪৯৮ কেজি) উদ্ধার করে এবং দুজন চোরাচালানীকে দর্শনা ও দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহেশপুর-গৌরীহৃদ সড়কে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. মাসুদ অরুন(২২)। তিনি মহেশপুর গ্রামের মো. সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মো. হাফিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলাবাগানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে মাসুদ অরুনকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি মাসুদুর রহমান জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা (নং–০৫, তারিখ–০৪/১০/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়দের মতে, ওই এলাকায় কিছুদিন ধরে মাদক লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় পুলিশি তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তারা পুলিশের এ ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ দম্পতি আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে এ অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত সাড়ে ৭টার দিকে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার রেললাইনের উত্তর পাশে ভেটুলগাছতলা সংলগ্ন ইটের রাস্তা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় সন্দেহভাজনভাবে চলাফেরা করা এক দম্পতিকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন স্টেশনপাড়া এলাকার মোছা. বৃষ্টি খাতুন (৩২) ও তার স্বামী মো. পিকু মন্ডল (৩৪)। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের ধারণা।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, ‘নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গা থানায় এ ঘটনায় মামলা (নং-০৬, তারিখ: ০৪/১০/২০২৫) রুজু হয়েছে। আটক দম্পতিকে গতকাল রোববার সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় সম্প্রতি মাদক কেনাবেচা বেড়ে গেছে। পুলিশের এ অভিযানকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ মামলার আসামিসহ গ্রেফতার ৯

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ধর্ষণ মামলার এক আসামিসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে

জুয়া আইনের ৬ জন ও মাদক আইনের ২ জন আসামি রয়েছে।

এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা, হেরোইন ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

শনিবার দিবাগত রাতে থেকে রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল রবিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ধর্ষণ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ওহাব শাহের ছেলে জামাল উদ্দিন। জুয়া আইনের মামলায় গ্রেফতাররা হলেন সাহারবাটি গ্রামের আইনাল মালিথার ছেলে জিহান (৩০), আব্দুল হালিমের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫), মৃত উসমান কারিগরের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (৪৫), মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজুর রহমান (৪৫), মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল হক (৩৬) এবং সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে বাবুল হোসেন।

এছাড়া মাদক মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন কাজিপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন (২৩) এবং নিশিপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা।

মাদক কারবারি মাসুদের কাছ থেকে একশ গ্রাম হেরোইন ও জুনায়েদের কাছ থেকে ১০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ধর্ষণ মামলার আসামি জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা নং ০৮, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং দায়ের করা হয়েছে। জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মামলা নং ০৯, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং, ধারা ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩ ও ৪ অনুযায়ী করা হয়েছে।
এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পৃথক মাদক মামলায় চার আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে পৃথক মামলায় মোঃ রাকিবুর হাসানকে ১ বছর, মোঃ সুমন, মোঃ লিজন ও মোঃ স্বপনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জেলা গোয়েন্দা শাখার এ.এস.আই মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস ফোর্স নিয়ে মেহেরপুর পৌর এলাকার কাখুলি বাসস্ট্যান্ডে বিশেষ অভিযানে যান। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে গোভিপুর দিক থেকে তিন ব্যক্তি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ শহরের দিকে আসছে। পুলিশি উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করলে ধৃত করা হয়। পরে তাদের হেফাজত থেকে ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।

তল্লাশিতে আসামী রাকিবের ট্রাউজারের পকেট থেকে নীল প্যাকেটে মোড়ানো ৪১ পিস ইয়াবা, সুমনের জিন্সের পকেট থেকে ৫ পিস ইয়াবা এবং লিজনের পকেট থেকে আরও ৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মোট ৫১ পিস ইয়াবা জব্দ করে পুলিশ।

২০১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ভোররাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্বপনকে আটক করে। পরে তার জিন্স প্যান্টের পকেট থেকে ডারবি সিগারেটের প্যাকেটে লুকানো ২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা দায়েরের পর দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে, রাকিব হাসানের বিরুদ্ধে ২০১৪ ও ২০১৭ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা। সুমনের বিরুদ্ধে ২০১২, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে মাদক এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে একাধিক মামলা। লিজনের বিরুদ্ধেও পূর্বে মাদক মামলার রেকর্ড রয়েছে। এছাড়া স্বপনের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১২ ও ২০১৭ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি এবং একই বছরে দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারায় আরেকটি মামলা

এখনও চলমান।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।